জনাব মোঃ আবদুল হালিম, ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়- এর
বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলায় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যক্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে হিজলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের
সম্ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০ টায় বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার অডিটোরিয়ামে অয়োজিত ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যক্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে হিজলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এসময় তিনি নদী অধ্যুষিত হিজলা উপজেলায় শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় হিজলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব জেবুন নাহারসহ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

০১। অলোচনাঃ

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব জেবুন নাহার বলেন, বরিশালের উত্তরে ঢাকা বিভাগের শরীয়তপুর জেলার সীমানায় অবস্থিত হিজলা উপজেলা। উত্তরে শরীয়তপুর জেলার ঘোষাইরহাট উপজেলা, উত্তরপূর্বে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা, দক্ষিণে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা। পূর্বে নোয়াখালী জেলার রায়পুর উপজেলা এবং পশ্চিমে মুলাদী উপজেলা। বরিশাল শহর থেকে এর দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। এ উপজেলার আয়তন প্রায় ৫১৬.৩৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় দুই লাখ। উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। তিনটি ইউনিয়ন নদীর কারণে বিচ্ছিন্ন। তবে নদীপথে ঢাকার সাথে খুব ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। উপজেলায় বিদ্যুতের সমস্যা নেই। এখানে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। সচিব স্যারের নির্দেশনায় আমরা সম্ভাবনাময়ীদের নিয়ে সভা করবো। উদ্যোগিদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবো। আশা করি কিছুদিন পর শিল্প সচিব স্যারকে একটা ইতিবাচক ফলোআপ দিতে পারবো।

আলোচনায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব জনাব আবদুল হালিম। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, বরিশাল জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। স্বাধীনতার পর দেশে পাট, চা, চামড়া, ওষুধসহ বিভিন্ন শিল্প এগিয়েছে। তবে বরিশালে ততটা শিল্পায়ন হয়নি। কারণ এ অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে চাকরি জন্য যতটা প্রবণতা রয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার তত প্রবণতা নেই। তবে যারা এগিয়ে এসেছেন তারা অনেক সফল হয়েছেন। হিজলার সম্ভাবনা আরো বেশি। নদীপথে সবচেয়ে কম খরচে হিজলা থেকে ঢাকা যাওয়া যায়। হিজলার উৎপাদিত পণ্য সহজেই নদীপথে ঢাকা পাঠানো যায়। ঢাকার উৎপাদন খরচ বেশি। একারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো দূরে এমন কোন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান করা হলে পণ্যের উৎপাদন খরচ কম পড়ে। হিজলা এদিক থেকে আদর্শ স্থান। ঢাকা থেকে দূরে নয়। এখানে বিদ্যুৎ আছে। সস্তায় শ্রম শক্তি পাওয়া যাবে। শুধু উদ্যোগ দরকার। সরকারের উন্নয়নের গতিধারার সাথে এই এলাকা যাতে তাল মেলাতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি।

এরপর উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানানো হয়। উপস্থিত সবার মধ্যে আলোচনায় অংশ নেয়ার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা জান্নাত বলেন, আমি উপজেলার যুব উন্নয়ন অফিস থেকে পুতির কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। এখন বাসায় বসে কাজ করি। আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দেই। ঢাকা থেকে পুতি নিয়ে আসি। এব্যবসার জন্য যুব উন্নয়ন অফিস থেকে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেই। পরে আরো ৭৫ হাজার টাকা ঋণ নেই। আমার ব্যবসা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় আরো বেশি ঋণ দরকার। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আয়েশা আক্তার বলেন, আমাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। ঋণ নিয়েছি। এ টাকা দিয়ে কাপড় কিনে আনি । মেয়েদের পোষাক তৈরী করে বিক্রি করি। আমার সাথে অনেক মেয়ে এ কাজে জড়িত। তবে মূলধনের অভাবে বেশি কাপড় কিনতে পারিনা। অনেক মেয়ে বেকার বসে থাকেন। তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ দিতে পারিনা। সমাজকর্মী মাহবুবুল হক সুমন বলেন, এ উপজেলার নদীর ওপারের তিনটি ইউনিয়নে সয়াবিনের চাষ হয়। এর উৎপাদন কয়েক লাখ টন। এ কারণে হিজলায় সয়াবিন কেন্দ্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যায়। তেলে মিল স্থাপন করা যায়। সয়াবিন থেকে মাছের খাবার, মুরগির খাবার তৈরির উদ্যোগ নেয়া যায়। এতে এলাকার বেকারত্ব দূর হবে। মৎস্য উদ্যোক্তা দেওয়ান মুহিব বলেন, এলাকায় ঋণ

প্রদানের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। বাইরের উপজেলার জনতা ব্যাংকে গেলে ঋণ দিতে চায়না। এজন্য হিজলা উপজেলায় একটি জনতা ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা স্থাপন করলে আমরা উদ্যোক্তারা উপকৃত হবো। সাংবাদিক ইসমাত জাহান বলেন, এ উপজেলায় মহিলাদের কর্মসংস্তানের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একারণেই বাল্য বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে। এখানে পাটের তৈরি পণ্যের চাহিদা রয়েছে। আমি নিজে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমি মনে করি, পাটের কাজের ওপর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে পাট কেন্দ্রিক কুটির শিল্প সম্প্রসারিত হবে। তবে হিজলা থেকে বাজারজাত করা কষ্টকর। এজন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা দরকার। মাশরুম চাষি মরিয়ম বলেন, আমার বাড়ি সাভার উপজেলায়। সেখানে মাশরুমের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। বিয়ের পর হিজলা এসে মাশরুম চাষ অব্যাহত রেখেছি। এখানেও মাশরুমের ভালো চাহিদা রয়েছে। তবে মহিলা উদ্যোক্তাদের বেশি অংকের ঋণ প্রয়োজন। আদর্শ কৃষক সাহাবুদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমি ১৯৮০ সাল থেকে কৃষির সাথে জড়িত। কৃষি পর্যটন চালু করতে একটি খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমার খামার এখন পর্যটন স্পট। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আমার খামার দেখতে আসে। তারা এখানে বনভোজন করেন। এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছি। আমার দুই সন্তানও সর্বোচ্চ শিক্ষার পর এই খামারের সাথে যুক্ত হয়েছে। দর্জি পেশাজীবী আরতি রাণী বলেন, আমি পোষাক তৈরীর প্রশিক্ষণ নিলেও কাজ করতে পারিনি। যুব উন্নয়ন অফিস থেকে একটি সেলাই মেশিন পাওয়ার পর এখন কাজ করে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। আমার এই ব্যবসাটাকে সম্প্রসারণ করার ইচ্ছা আছে। হিজলা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসা: মোহসেনা বেগম বলেন, বিদ্যুৎ আসার পর ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের কাজ হচ্ছে। আমরা এদের সমন্বয় করে কৃটির শিল্পের কেন্দ্র করার চেষ্টা করবো। উপজেলা পরিষদের আরেক ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: এনায়েত হোসেন হাওলাদার বলেন, একসময় হিজলা হোগলা শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কালক্রমে এ শিল্প হারিয়ে গেছে। সরকার এখন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ নিশ্চিত করেছে। এলাকায় উদ্যোগ আছে। তবে এক পর্যায়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে বড় হতে চাই। এখানে ঋণের অভাবে উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

২। ভারপ্রাপ্ত সচিবের নির্দেশনাঃ

ক) এ উপজেলায় অনেক নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ এদের দেখভাল করবেন। তাদের সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এছাড়াও সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করতে হবে। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

খ) ঢাকায় জয়িতাদের উৎপাদিত পণ্য ডিসপ্লে ও বিক্রয়ের জন্য বেশ কিছু আউটলেট রয়েছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে এ উপজেলার নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সেসব সেন্টারে প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) উপজেলায় বছর জুড়ে অনেক মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে এসব পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ঘ) সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিষয় কেন্দ্রিক সংঘবদ্ধ করতে হবে।

ঙ) হিজলায় দুধের দাম বেশি। এজন্য চর কেন্দ্রিক গরু মহিষ পালন উদ্বুদ্ধ করে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

চ) বাজারজাত করার আধুনিক ব্যবস্থার সাথে উদ্যোক্তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সবগুলো সুযোগ এক্সপ্লোর করতে হবে। অনলাইন শপিং এখন জনপ্রিয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য যাতে অনলাইনে বিক্রয় করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিতে হবে।

ছ) মানুষকে বুঝাতে হবে যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিলেই তারা সাবলম্বী হয়না। বাল্যবিয়ে মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। এজন্য বাল্যবিয়ে যাতে না হতে পারে সেজন্য যারা বিয়ে পড়ান তাদের উপর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে।

জ) কোন এলাকাই অবহেলিত নয়। পায়রা বন্দর চালু হয়েছে। এতে হিজলা উপজেলার সম্ভাবনা বেড়েছে। এ বিষয়টি মানুষেকে জানাতে হবে। স্কুল কলেজের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ব্যবসা উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে হবে।

ঝ) এলাকার আগ্রহী মেয়েদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আয়োজিত প্রশিক্ষণে আরো বেশি অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। বাস্তবায়নেঃ

ক) ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

খ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল

গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিজলা, বরিশাল

ঘ) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা, বরিশাল

ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, হিজলা বরিশাল

চ) যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, হিজলা, বরিশাল

ছ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, হিজলা বরিশাল

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
১৪/১১/২০১৮
কাজী মোঃ সায়েমুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকরী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ০২-৯৫৬৩৫৮২
ই-মেইলঃ saemsaimum@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-১৮৬

তারিখঃ ৩০ কার্তিক ১৪২৫ / ১৪ নভেম্বর ২০১৮

বিতরণ সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ) (বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলা থেকে অধিকসংখ্যক আগ্রহী বেকার নারী পুরুষকে বিটাকের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিতের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, বিটাক-কে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
৪। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
৫। জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
৬। চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হিজলা, বরিশাল।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিজলা বরিশাল।
৭) বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকল), হিজলা, বরিশাল।

ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকরী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়